যুগান্তর
তারিখ 01 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

তানোরের ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১০ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি

বুলবুল চৌধুরী, *রাজশাহী ব্যুরো*

রাজশাহীর তানোর উপজেলার ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত ১০ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ৩ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-ভাতা না পেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এরই মধ্যে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এতে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম। জানা গেছে, বিগত জোট সরকারের আমলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠলেও এ আসনের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিও করার আশ্বাস দিয়ে লাখ লাখ টাকা আদায় করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক-কর্মচারী তাদের শেষ সম্বল বিক্রি করে অনুদানস্বরূপ লাখ লাখ টাকা দিয়েছেন। বেতনের আশায় থেকে থেকে তারা আজ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তানোর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে মোট ৫৭টি, মাদ্রাসা ২৮টি, কলেজ ডিগ্রিসহ ১৪টি, ভোকেশনাল ২টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৪টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৯টি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৩টি। এর মধ্যে ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি। এগুলো হল— মোহাম্মদপুর মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ, লালপুর মডেল কলেজ, মাদারীপুর আইডিয়াল কলেজ, কামারগাঁ সেন্ট্রাল কলেজ, দুবইল নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, গংগারামপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জোতগরীব নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিনোদপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধানুরা চকগতুরাম নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাল্লা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইখোর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাতৈল নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাধাইড় মডেল নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জাঙ্গাপাড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, চন্দনকোঠা উচ্চ বিদ্যালয়, মুণ্ডুমালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, কৃষ্ণপুর বাইতুল আমান দাখিল মাদ্রাসা, কলমা দাখিল মাদ্রাসা, সরনজাই দাখিল মাদ্রাসা, পারিশো দুর্গাপুর দাখিল মাদ্রাসা, দেওলা দাঁখিল মাদ্রাসা, দেওল আনফালাহ দাখিল মাদ্রাসা, কাদিরপুর দাখিল মাদ্রাসা, চাপড়া শিশু সদন দাখিল মাদ্রাসা, কৃষ্ণপুর বাইতুল নুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, পাঁচন্দর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, শিবরামপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, জোতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেওতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চক কাজিজিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীরা ১০ বছর ধরে কোন ধরনের বিল-বেতন না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মচারীদের কয়েকজন জানিয়েছেন, আমরা বাড়ির শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করে অনুদান দিয়ে চাকরি নিয়েছি। আট-দশ বছর ধরে বলতে গেলে বেকার শ্রম দিচ্ছি। কিন্তু আজ অবধি সরকারিভাবে কোন কিছু পাইনি। বরং পরিবারের লোকজনের কাছে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছি এবং এখন দুর্মূল্যের বাজারে বেশি করে হচ্ছি। স্থানীয় অভিভাবকমহল মনে করে, গত জোট সরকারের আমলে যেভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক বিবেচনায়, সে কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমানে এহেন দশা। মোহাম্মদপুর মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ আবু রায়হান বলেন, তার কলেজ এমপিও করানোর জন্য জোট সরকারের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়েছেন, তবুও এমপিওভুক্ত করার ব্যবস্থা নেননি। মুণ্ডুমালা স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মাহাবুব আলম জানান, তিনি ছয় বছর আগে পরিবারের শেষ সম্বল বিক্রি করে কলেজের উন্নয়নের জন্য এক লাখ টাকা দিয়ে প্রভাষক পদে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন বিল বা বেতন না পেয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছেন। দেওলা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক গোলাম রাব্বানী জানান, ২০০২ সালে তিনি নগদ টাকা ও স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করে মাদ্রাসায় চাকরি নেন। কিন্তু আজ অবধি তার বেতন হল না, পেলেন না কোন ধরনের বিল। শিবরামপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মেহেরুন্নেছা বলেন, ছয় বছর আগে স্কুলে চাকরি নিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত বেতন হয়নি। স্কুলে যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে প্রতিদিন টাকা চাইতে হয়।

তিন শতাধিক শিক্ষক কর্মচারীর মানবেতর জীবনযাপন